Vol. 43 | No. 1 | 1999

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'রীতিবিরুদ্ধ নাটক'

Volume	43
Issue	1
Year	1999
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	লায়লা জামান
Published online	October 1, 1999
DOI	10.62328/sp.v43i1.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v43i1.3
Pages	49-57
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'রীতিবিরুদ্ধ নাটক'

লায়লা জামান*

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'অমীমাংসিত' 'রীতিবিরুদ্ধ নাটক,' 'শূন্যতা' ও 'চুল' শীর্ষক চারটি অপরিজ্ঞাত রচনা দুষ্প্রাপ্য সাময়িক পত্রের পাতা থেকে সম্প্রতি পাওয়া গেছে। এসব রচনা এ পর্যন্ত তাঁর কোনো গ্রন্থ বা রচনাবলিতে গ্রথিত হয়নি।

'অমীমাংসিত' নক্‌শা জাতীয় রচনাটি ওয়ালীউল্লাহর প্রথম রচনা বলে আমরা অনুমান করি। এই রচনাটি অন্যত্র পুনর্মুদ্রণ করেছি।[১] এটি প্রথম প্রকাশ পায় ১৯৪২এ সজনীকান্ত দাস (১৯০০-৬২) সম্পাদিত *শনিবারের চিঠি* পত্রিকায়।[২]

এখানে আমরা তাঁর 'রীতিবিরুদ্ধ নাটক' শীর্ষক একটি অজানা গল্প সংকলন করছি। এই রচনাটি প্রকাশ পায় আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৮৯৭-১৯৭৮) সম্পাদিত দৈনিক *আজাদের* ঈদ-সংখ্যায় (সেপ্টেম্বর ১৯৪৪ / আশ্বিন ১৩৫১)।

ঈদ-সংখ্যা *আজাদে* প্রকাশকালে শিরোনামের নীচে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে লেখা ছিল' 'নাটিকা। অভিনয়ের জন্য অনুপযোগী।' তবে সূচিপত্রে উল্লেখ ছিল 'গল্প'।

এই সংখ্যায় আর যাদের লেখা মুদ্রিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আহ্‌সান হাবীব, ওবায়েদুল হক, ইব্রাহীম খাঁ, শওকত ওসমান, সৈয়দ আলী আশরাফ, মোহাম্মদ মোদাব্বের, এম. নাসির আলী, ফররুখ আহ্‌মদ, গোলাম কুদ্দুস, জুলফিকার হায়দার, বেনজীর আহ্‌মদ, সুকান্ত ভট্টাচার্য্য,'[৩] আদমউদ্দীন, আবদুল মওদুদ, কাজী মোহাম্মদ ইদ্‌রিস, সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, সৈয়দ আলী আহসান, জহিরুল হক, বসুধা চক্রবর্তী, মীজানুর রহমান, মাহবুব উল আলম, ফতেহ্‌ লোহানী, বেগম হোসনে আরা, অখিল নিয়োগী, আশরাফ হোসেন সিদ্দিকী, ফররুখ আহমদ, জসীমউদ্‌দীন, আবুল কালাম শামসুদ্‌দিন, আনিস চৌধুরী, মোহাম্মদ রওশন ইজদানী, আবুল হোসেন মিয়া, ছোলতানউজ্জামান খান।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচনাবলী'র দ্বিতীয় ও শেষ খণ্ডে ৩২টি গল্প অগ্রন্থিত গল্পগুচ্ছ অংশে সংকলিত হয়েছে।[৪] সৈয়দ আবুল মকসুদ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য* গ্রন্থে 'সীমাহীন এক নিমেষে' রচনাটির পুরো পাঠ দিয়েছেন আর 'অগ্রন্থিত প্রাথমিক গল্প' অংশে 'চিরন্তন পৃথিবী', 'হোমেরা', 'স্বগত', 'স্বপ্নের অধ্যায়' 'স্বপ্ন নেবে এসেছিল', 'ঝড়ো সন্ধ্যা' 'স্থাবর', 'মৃত্যু', 'নানীর বাড়ীর কেল্লা', 'ও আর তারা' 'সাত বোন পারুল',

---

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

'দ্বীপ' এবং 'সবুজ মাঠ' রচনাসমূহ সম্পর্কে পরিচিতি দিয়েছেন।[৫] এই বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় ভাগে 'অগ্রন্থিতা' অংশে সংগ্রহ করেন 'রক্ত ও আকাশ' (মূল ইংরেজি থেকে লেখকের সকৃত বঙ্গানুবাদ) ও 'বুবু'[৬] গল্পদ্বয়। আবদুল মান্নান সৈয়দ ২৭টি অগ্রন্থিত ছোটগল্পের তালিকা সংকলন করেছেন।[৭]

আমাদের সংগৃহীত ও এখানে পুনর্মুদ্রিত 'রীতিবিরুদ্ধ নাটক' রচনাটি আঙ্গিক-বিচারে যথার্থ ছোটগল্প নয়, বেতারে প্রচারিত 'জীবন্তিকা' ধরনের নকশা। রচনার বিষয়—তাঁর প্রথম গল্প 'অমীমাংসিত' এবং পরবর্তীকালে লেখা 'একটি তুলসী গাছের কাহিনীর'[৮] অনুরূপ ; হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ও সমকালীন সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি। লেখকের অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের সুস্পষ্ট প্রকাশ আছে এই রচনায়।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র বিলীয়মান ও প্রায় লুপ্ত এসব রচনা সংগ্রহে আমাদের প্রয়াসের ফল 'রীতিবিরুদ্ধ নাটক' রচনাটির উদ্ধার।

আশা করি, এসব রচনা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ রচনাবলির ভাবী সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত হবে এবং গবেষক ও সাহিত্য সমালোচকদের মনোযোগ লাভে সমর্থ হবে।

পুরো পাঠ পুনর্মুদ্রণকালে আমরা লেখকের বানান অপরিবর্তিত রেখেছি।

---

১. এই রচনাটির পুরো পাঠের জন্য দ্রষ্টব্য : লায়লা জামান, 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রথম গল্প' : 'আমীমাংসিত', *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, বর্ষ ৩৯ সংখ্যা ২, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪০২, পৃ. ৪১-৪৪

২. সৈয়দ ওলিউল্লাহ, 'অমীমাংসিত', সজনীকান্ত দাস (সম্পাদিত), *শনিবারের চিঠি*, চৈত্র ১৩৪৮

৩. এই কবিতাটির বিস্তারিত পরিচয়ের জন্য দ্রঃ আনিসুজ্জামান, 'সুকান্তের একটি কবিতা', *উত্তরাধিকার*, ঢাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৪৮, পৃ. ১২-১৩

৪. *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ রচনাবলী* (দ্বিতীয় খণ্ড), ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭, পৃ. ১৪৯-৩৮৬

৫. সৈয়দ আবুল মকসুদ, *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য*, ঢাকা, মিনার্ভা বুকস, ১৯৮১

৬. পূর্বোক্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, মিনার্ভা বুকস, ১৯৮৩

৭. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌*, ঢাকা, মুক্তধারা, ১৯৮৬

৮. *দুই তীর* গল্প-গ্রন্থে সংকলিত। প্রথম প্রকাশ : ঢাকা ১৯৬৫

রীতিবিরুদ্ধ নাটক

(কলকাতার কোন সম্ভ্রান্ত অঞ্চলে একটা অভিনব নাটকের আয়োজন করা হয়েছে। এর উদ্যোক্তা এবং পরিচালক হচ্ছেন ডাঃ এম,এন, চৌধুরী—যাঁর উদ্ভট মস্তিষ্ক থেকেই এমন ধারা নাটকের পরিকল্পনার উদ্ভব ঘটেছে।

নির্দিষ্ট সন্ধ্যায় যথাসময়ে অভ্যাগতদের সমাগম ঘটলো। পদে উঁচু হতে নিছু, বয়সে পাকা হতে কাঁচা বাঙলার হিন্দু সমাজ থেকে সামাজিক বা অর্থনীতিক শ্রেণীনির্বিশেষে সবাই আমন্ত্রিত হয়েছেন। এবং সবাই পূর্বাহ্নে এ খবরটুকু জেনেছেন যে, কিছু একটি উদ্ভট রকমের ঘটবে, কিন্তু সেটা যে কী রকম—তার সম্বন্ধে কারো সঠিক ধারণা নেই ঃ তেমন ভয়ানক উদ্ভট গোছের কিছু ঘটলে তা রঙ্গমঞ্চেই ঘটবে বলে তারা নিঃশঙ্ক, নির্ভয়।

মঞ্চ থেকে গাঢ় বেগুনিরঙের মখমলের যবনিকা ঝুলচে স্থিরভাবে, যদি, কখনো বা তা ভেতরে কারো আনাগোনায় হাওয়া লেগে ঈষৎ কেঁপে উঠছে। যবনিকা উঠবার কথা ছটা ত্রিশ-এ, কিন্তু হঠাৎ উঠে গেলো ছটা বিশ-এ। বাঙ্গালীর চিরাচরিত সময়-জ্ঞান কী এবার উল্‌টো পথ ধরলো নাকি ?- না, ডাঃ চৌধুরীর দুটী কথা বলবার আছে যা অভিনয় সংক্রান্ত হলে-ও অভিনয়ের বাইরে।

গাঢ় বেগুনিরঙা যবনিকাটা কেঁপে-কেঁপে দুপাশে সরে গেলে দর্শকবৃন্দ কৌতূহল ভরা দৃষ্টিতে সামনের পানে চেয়ে দেখ্‌লেন যে, মঞ্চ ফাঁকা, সেখানে সামান্য আসবাব পর্য্যন্ত নেই, এবং পেছনে যে-সীনটা ঝুলছে তাতে কোন দৃশ্য নেই, বরঞ্চ সেটি ঘন কালো রঙে আগাগোড়া জমাট। তারপর একটা লোক কোন ভাঙ্গা এস্কুলের ভাঙ্গা ব্ল্যাকবোর্ড নিয়ে ছুটে এলো উর্ধশ্বাসে, এসে কোনক্রমে বোর্ডটিকে এক কোণে স্থাপিত করে দ্রুতপায়ে অন্তর্ধান করলে। আবার যখন সে এলো তখন তার হাতে একটা মোড়ানো মানচিত্র, এবং সেটা বোর্ডের ওপর ঝুলিয়ে দিলে দেখা গেলো একটি ভারতবর্ষের মানচিত্র। মানচিত্রটা ভৌগোলিকও বটে, ঐতিহাসিক-ও বটে। আর যে-ইতিহাস বুকে নিয়ে সেটি সগর্বে তাকিয়ে রইলো এতগুলো কৌতূহলী দর্শকের পানে, তা ভেঙ্গে-পড়া মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের ইতিহাস।

কয়েক মূহূর্ত পরে ডাঃ চৌধুরী মঞ্চে প্রবেশ করলেন, করেই ভ্রূকুটি দিয়ে তাকালেন বোর্ডের পানে, তারপর উইঙ্গস্-এর পানে মুখ ফিরিয়ে চাপা গলায় হুমকি দিয়ে উঠলেন, এটা এনেচো কেন? ভেতর থেকে কী উত্তর এলো শোনা গেল না, তবে শুধু দেখা গেলো, উত্তর শুনে ডাঃ চৌধুরী কয়েকমুহূর্ত মাথা নিচু করে ভাবলেন, কুঞ্চিত ভ্রূতে বিরক্ত। তারপর ক্ষিপ্র পায়ে এগিয়ে এলেন ফুটলাইট-এর কাছাকাছি, এসে মুখটা হাস্যোজ্জ্বল করে তার বক্তব্য শুরু করলেন (তাঁর পানে চেয়ে থাকা কিছু অসুবিধে-জনক। মাইনাস আট পাওয়ারের চশমা শুধু আলোতে ঝলকায়, তাকিয়ে থাকলে চোখে লাগে।)

—উপস্থিত ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণ! ভারতবর্ষের মানচিত্র টাঙ্গিয়ে ভূগোল বা ইতিহাস পড়াবার বাসনা আমার নেই, তবে একটী প্রতীক রূপে মঞ্চের ওপর স্থাপিত করতে চেয়েছি। কিন্তু জনৈক ভদ্রলোকের মহাভুলের জন্য সঠিক মানচিত্র পাওয়া গেলো না বলে—(হঠাৎ তিনি থামলেন, থেমে দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেলেন বোর্ডের দিকে, তারপর ক্ষিপ্রহস্তে মানচিত্রটি নাবিয়ে ফেলে আবার মুড়িয়ে সেটাকে নীচে রেখে দিলেন, কালো বোর্ডটা এবার শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো দর্শকবৃন্দের পানে। আবার যখন ফুটলাইটের ধারে এসে দাঁড়াইলেন তখন তাঁর হাস্যোজ্জ্বল মুখটা গম্বীর হয়ে উঠেছে, কেমন যেন উড়ন্ত চিন্তায় আচ্ছন্ন। কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে হঠাৎ উঁচু গলায় তিনি শুরু করলেন ঃ)

— অভিনয় শুরু হবার আগে তার সম্বন্ধে দুটি কথা বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সে-কথা পরে বললেই ভালো হবে বলে সে প্রসঙ্গ এখন মুলতবী রাখলাম। তবে নাটকের কিছু পরিচয় দেয়া কর্তব্য। এতে ঐতিহাসিক কোন যুদ্ধবিক্রম বা সামাজিক ঘরোয়া হাসি কান্নার ব্যবস্থা নেই, যা আছে তার সঙ্গে রীতিমত নাটকের কোন মিল নেই। এটা একটি রীতিবিরুদ্ধ বিচিত্র নাটক, এবং এর আসল উদ্দেশ্য যদি আপনাদের অন্তর স্পর্শ করতে পারে—আপনাদের চিন্তায় আলোড়ন আনতে পারে, তবেই আমি ধন্য হবো, আমার পরিকল্পনা সার্থক হবে, (একটু থেমে) এ-নাটকে পাত্রপাত্রীর সংখ্যাধিক্য নেই। ওরা মোটে দু'জন শুধু পাত্র আর পাত্রী বলতে পারেন, শুধু নায়ক আর নায়িকা। এদের প্রেমের কাহিনী বা জীবনের কোন অংশ দেখানো হবে না, যা দেখানো হবে তাই নাটকের মূলকথা, উদ্দেশ্য এবং সবকিছু।

(ছ'টা ত্রিশ হলো। ডাঃ চৌধুরী উইঙ্গস-এর পানে তাকালেন, তাকিয়ে ডাকলেন)— কই, আসুন!

(কয়েক মুহূর্তে কেই এলো না। তারপর যাদের আবির্ভাব ঘটলো তাঁদের দেখে দর্শকমহল নিরাশ হলো বিশেষ করে ছাত্র-মহল নিরাশ হলো। তাঁদের একজন যুবক, বয়স পঁচিশ কি ছাব্বিশ। চেহারা অতি সাধারণ, চোখে গোবেচারা ভাব। পরণে পায়জামা, গায়ে সার্ট ও ইস্ত্রীভাঙ্গা কোট, এবং পায়ে অক্সফোর্ড-জুতো। আর, দ্বিতীয় জন গাঢ় খয়েরি রঙের বোরখায় আপাদমস্তক আবৃতা একটি মেয়ে। নিশ্চয় স্বামী-স্ত্রী। স্বামীটি মাঝে মাঝে সরল চোখে তাকাচ্ছেন দর্শকের পানে, এবং যখনি উপলব্ধি করচেন যে দর্শকদের মর্ধ্যে অনেকের দৃষ্টি বিদ্ধ করছে তাঁকে, তখুনি চোখ নাবিয়ে এক পা থেকে অন্য পায়ে ভর বদ্‌লিয়ে চরম অস্বস্তি প্রকাশ করছেন। আর স্ত্রীটি বোরখার তলে ঋজু হয়ে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর উঁচু করে রাখা মাথায় আর দাঁড়াবার ভঙ্গীতে যে-সপ্রতিভতা ফুটে উঠেছে, সে কী ঐ বোরখার জন্য না মেয়ে-জাতির চির কেলে স্বকীয়-সপ্রতিভতা, বলা মুশকিল।

ডাঃ চৌধুরী তাকালেন দর্শকের পানে ঃ তাঁর ডান পাশে স্বামী, বাঁ পাশে স্ত্রী।)

ডাঃ চৌধুরী। এঁদের পরিচয়ের জন্যে আপনাদের মনত উৎসুক হয়ে উঠেছে, বেশ বুঝতে পারছি, কিন্তু তাঁদের সম্বন্ধে বলবার আগে আমি আমার নিজের ব্যক্তিগত দুয়েকটী কথা বলতে চাই। (কয়েক মুহূর্ত নীরবতা। চশমাটা একবার ঝল্‌কে উঠলো, তারপর) ব্যাপারটা নীরস, তাই সাধ্যমত সংক্ষিপ্ত করবো। (আবার থেমে) আমাকে আপনারা অনেকেই চেনেন। সেটা আমার ভাগ্য। তবে একটা কথা এখন বলতে হচ্ছে, যে, সে-চেনা আমার সম্যক পরিচয় নয়, সেটা শুধু আমার বর্তমান পরিচয়। আমার পূর্ব পরিচয় আপনাদের জানা নেই, সেইটেই আজ দেবো। আমার পূর্বপুরুষ অভিজাত ছিলেন, ধনীও ছিলেন, বাঙলার মসনদের সঙ্গেও তাঁদের নাকি রক্তের যোগাযোগ ছিলো। (থেমে নিচু গলায়) কিন্তু সেটী তেমন কী আর বড় কথা। বাঁদীদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে তো টাটকা শাহী রক্ত বইতো। (গলা উঁচিয়ে) কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাঁরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেন, এবং কী করে হলেন তার বিস্তারিত বিবরণের প্রয়োজন নেই। তবে এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, আমি যাঁর সন্তান, তিনি বাঙলার মাটিতে লাঙ্গল ঠেলেন। আজো ঠেলেন। এবং এতে আমি গৌরবও বোধ করি না, দুঃখও বোধ করি না। এই গেলো আমার সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এবার এঁদেরকে পরিচয় করিয়ে

দিচ্ছি আপনাদের সাথে। (স্বামীটিকে দেখিয়ে) ইনি হচ্ছেন মৌলবী বদরুদ্দিন আহমদ, আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট, পূর্ব বাঙলার অধিবাসী। কলকাতায় তিনি এ.জি.বি-তে সামান্য টাকা বেতনে কেরাণীগিরি করেন। (স্ত্রীটিকে দেখিয়ে) আর ইনি—(জনান্তিকে ঃ মুখ খুলুন! এবং একটু ইতস্ততো করে মেয়েটি মুখের আবরণ অপসারিত করলেন। বাঁ ধারে থাম ঘেষেঁ যে কয়েকটি কলেজী-ছোকরা বসে ছিলো, তারা তাঁর মুখের পানে চেয়ে যেন হতাশ হলো, কেউ কেউ বা নিরাশ হয়ে মুখ দিয়ে আওয়াজ করলে পর্যন্ত। আর, একটি কবি-মত উত্তর-কলকাতাবাসী ছোকরা ফিসফিস করে বললে ঃ আরে ধ্যুৎ, আমি ভেবেছিলুম ছুর্মা দেয়া কালো টানা চোখ হবে, খেজুররছে ছিক্ত রছাল রক্তিম অধর হবে—ধ্যুৎ!) আর ইনি ওঁর স্ত্রী মোসাম্মাৎ—মাদ্‌মোয়সেল নয়—মোসাম্মা' আনোয়ারা বেগম। তিনি নিজ বাড়ীতে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেচেন, আর তাছাড়া সূচীশিল্প এবং রান্নাতে অত্যন্ত পটু। (তারপর একটু থেমে দুহাতে দুজনকে দেখিয়ে) এঁরা হলেন বাঙলার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রতিভূ, এঁদেরকে আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যেই এ-নাটকের ব্যবস্থা করেছি। সাধারণতঃ অভিনয় মিথ্যে হয়, কিন্তু এতে মিথ্যের সামান্য স্পর্শ পর্যন্ত নেই : আর অভিনয়ে আখ্যান থাকে, এটা আখ্যান-বিবর্জিত। এটা আবার বল্‌চি—একটী রীতিবিরুদ্ধ বাস্তব অভিনয় যার উদ্দেশ্য ও অর্থ বিরাট। অবশ্য আমি মিলনের গান গাইছি না। কারণ বর্তমান পরিস্থিতিতে মিলন অসম্ভব, এবং মিলন ব্যতীত সবই সম্ভব। অথচ মিলন যে একেবারে অসম্ভব, তাও বলছি না, কিন্তু বর্তমানে তা অসম্ভব এই কারণে যে, এখন যে-মিলন সম্ভব, সে-মিলন মিলন নয়। আমার জনৈক লেখক বন্ধু বলেছেন যে, নিজস্ব সত্তা বর্জন করে যে-মিলন সে-মিলন মিলন নয়, সাত্তিক মৃত্যু। বর্তমানে মিলন হলে সে-সাত্তিক মৃত্যুই হবে।

(ডাঃ চৌধুরী থামলেন। স্বামী-স্ত্রী এ-সময়ে শ্রোতৃবৃন্দের পানে চেয়ে হাত তুলে আদাব জানালেন, এবং প্রত্যুত্তরে প্রথম সারির মধ্যস্থলে উপবিষ্ট ধনী ব্যবসায়ী, ব্যাঙ্কার, স্বানামধন্য স্যর এ.কে. ব্যানার্জি উঠে দাঁড়িয়ে স্মিতহাসি হেসে সে-আদাব গ্রহণ করলেন, এবং দাঁড়ালো, এবং স্যর ব্যানার্জির পরে আবার ধীরে-ধীরে বসে পড়লো। এদিকে লজ্জায় আনোয়ারার কান লাল হয়ে উঠ্‌লো, তিনি রইলেন মাথা ঝুঁকে, এবং বদরুদ্দিন একবার উইঙ্গস্-এর পানি তাকিয়ে শেষে হয়তো কড়িকাঠের সন্ধানে ওপরের পানে তাকালেন। রঙ্গমঞ্চের এক কোণে বসে ছিলো একদল কেরানী। তাদেরই একজন হঠাৎ নিচু গলায় বলে ফেল্‌লে, এ যে পেল্লায় রকমের চালবাজি হে। কোথাকার দুটো ডেস্‌টেটুট নেড়েকে ধরে-। তারপর তাদের মধ্যে একটা গুঞ্জন উঠ্‌লো, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না ডাঃ চৌধুরীর গলা শোনা গেলো আবার, ততক্ষণ পর্যন্ত সে-গুঞ্জন চল্‌তে লাগলো।)

ডাঃ চৌধুরী। এবার আমার বক্তব্য হবে এই যে (মহিলাদের মধ্যে কে একজন ঠিক এই সময়ে উঠে দাঁড়ালেন। থেমে গিয়ে ডাঃ চৌধুরী সেদিকে তাকাতেই মহিলাটি বললেন যে, মোসাম্মাৎ আনোয়ারাকে বস্‌তে দেয়া উচিত, এক ঠাঁয় কতক্ষণ তিনি দাঁড়িয়ে থাকবেন। ডাঃ চৌধুরী লজ্জিত হয়ে মহিলাকে ধন্যবাদ জানালেন, এবং উইঙ্গস্-এর পানে চেয়ে চেয়ার আনার আদেশ দিলেন। এলো চেয়ার। কিন্তু আনোয়ারা বসবেন না কিছুতেই, তাঁর মুখ লজ্জায় রক্তাক্তপ্রায় হয়ে উঠলো। অবশেষে ডাঃ চৌধুরী মহিলাদের পানে চেয়ে বললেন যে তিনি বসবেন না, বসার প্রয়োজন নেই।) সহৃদয়া মহিলাকে তাঁর প্রস্তাবের জন্যে আবার তাঁকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(একটু থেমে) আর আমার বক্তব্য এই যে, যদিচ মোসাম্মাৎ আনোয়ারা বেশী পড়াশুনা করবার সুযোগ পাননি তবু তাঁর মানসিক গঠন—তাঁর মনের সূক্ষ্মতা এবং সংবেদনশীলতা বিস্ময়কর। শুধু বড় বড় থিওরী বুঝতে পারলে বা জগতকে নোতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পারলেই মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়— এ-কথা আমি বিশ্বাস করি না। ধরুন ওঁর রন্ধন-নৈপুণ্যের কথা। যে-ভাবে সাধারণতঃ গোরুর গোশ্‌তের সানি-কাবাব তৈরী করা হয়, তার থেকে তাঁর পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। যারা না ভেবে তা খাবে তারা রসাস্বাদ করবে বটে, কিন্তু যারা ভেবে খাবে, তারা সাথে-সাথে বিস্মিতও হবে। যে-জিনিস জিহ্বায় অপূর্ব ভোগ-রসের সৃষ্টি করবে, তারই আবার সৃষ্টির মূলে যে রয়েছে একটা মন, সে-মন বিস্ময়কর—

(এমন সময় এক অংশ হতে প্রবল গুঞ্জন শোনা গেলো। ডাঃ চৌধুরী থামলেন। সেদিকে দৃষ্টি পড়তে দেখ্‌লেন বেশ খানিকটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে সেখানে। অবশেষে একটি বয়সী ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ কী ছাই এর কাবাব তৈরীতে তিনি নৈপুণ্য দেখান, সে সম্বন্ধে আমাদের এখানে আলোচনা না করে রান্নাঘরেই করলে ডাঃ চৌধুরী ভালো করবেন। ওসব ছাড়া অন্য কিছু যদি বক্তব্য থাকে, তবে তাই বলতে অনুরোধ করছি ডাঃ চৌধুরীকে। ভদ্রলোক থেমেচেন কী অমনি একটি কম্যুনিষ্ট ছোকরা ক্ষিপ্রবেগে উঠে অথচ অতি বিনয়ে বললে ঃ এসব সুন্দর সভায় গো-সমস্যার প্রসঙ্গটা চাপা থাকলেই ভালো নয় কী ? অন্য আরেক কোণ হতে আরেকটি ভদ্রলোক গাম্ভীর্য নিয়ে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখ অত্যন্ত ফর্সা ঝক্‌ঝকে, আর প্রতিভাব্যঞ্জক। দেখে নির্ভুলভাবে চেনা যায় যে তিনি ব্রাহ্মণ। এবং তিনি হিন্দু মহাসভার সভ্য। কম্যুনিষ্ট ছোকরাকে উদ্দেশ করে ভদ্রলোক গম্ভীর কণ্ঠে বল্‌লেন ঃ কেন হে বাপু, তোমাদের তো মস্কো-কেন্দ্র ভেঙ্গেছে, আর কেন এই দেশছাড়া ভাব ? এই গো-সমস্যা ভারতের একটা জ্বলন্ত সমস্যা এবং এর একটা এস্‌পার-ওস্‌পার না হওয়া পর্যন্ত এ প্রসঙ্গে কথা চলবেই। এ-সম্বন্ধে আমরা ডাঃ চৌধুরীর মত বিজ্ঞ ব্যক্তির কাছ থেকে অভিমত শুন্‌তে চাই)

ডাঃ চৌধুরী। (এখানে একটী কথা বলে রাখা ভালো। ডাঃ চৌধুরী একটু দার্শনিক গোছের মানুষ। আইন সভার সভ্য তাঁর কি অবস্থা যে হবে বলা যায় না, তবে সে-ধরণের হৈ-হট্ট-গোলে তাঁর মাইনাস আট নম্বর পাওয়ারের চশমার তলে বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দু'টি ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে শিশুর মত সরল আর কিছুটা দিশেহারা হয়ে ওঠে। বর্তমানে তাঁর চোখের অবস্থা তেমনি হয়ে উঠ্‌ছে।) গোরুর গোশ্‌তের সানি-কাবাবের উল্লেখ শ্রোতৃবর্গের মনঃপুত হয়নি বুঝলাম, কিন্তু আমি তো সে-কথা বলে মোসাম্মাৎ আনোয়ারার রন্ধন-নৈপুণ্য এবং তৎসঙ্গে তাঁর মনের বিশ্লেষণ করতে চেয়েছিলাম মাত্র।

(রঙ্গমঞ্চের প্রায় অংশেই এবার গুঞ্জন উঠ্‌লো। গুঞ্জন উঠবার কারণ রয়েছে বৈকী। মানুষের চরিত্র বুঝতে হলে সব সময়ে মনোবিদ্যায় পণ্ডিত হবার প্রয়োজন হয় না। কখনো-কখনো কারো চরিত্র কোন সংঘাতে ফুটে ওঠা চোখের অবস্থা বা মুখের রেখা বা দাঁড়াবার ভঙ্গী বা শুধুমাত্র নীরবতা থেকেও অন্যের কাছে সুষ্ঠুভাবে ধরা পড়ে যায়। হয়তো এমনি ভাবে ডাঃ চৌধুরীর চরিত্রের রূপ ধরা পড়ে গেছে শ্রোতৃবর্গের কাছে, এবং তারই ফলে এ-গুঞ্জন।

স্যর ব্যানার্জির সময়াভাব। সময়ের জন্যে তিনি অনেক সময়ে কটুকথা বা বিদ্রূপও মেনে নিতে রাজি। তাই এবার তিনি সহাস্যে উঠে দাঁড়ালেন, দর্শকের পানে চেয়ে বললেন ঃ আপনারা যদি আমাকে ক্ষমা করেন তো একটা কথা বলি। ডাঃ চৌধুরী যা বলতে চাইছেন, তাতে বাধা না দিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ হতে দেয়াই আমাদের কর্তব্য।—তাঁর কথাটি ভারতীয় কংগ্রেসের কয়েকজন সভ্যদের দ্বারা তখুনি সমর্থিত হলো

[অবশেষে রঙ্গমঞ্চে ফিরে এলো শান্তভাব]

ডাঃ চৌধুরী। (অতিব্যগ্রতায়) আমার অভিনয় ও আমার বক্তব্য এইটুকুই ছিলো। বাঙলার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেয়া এবং সে-পরিচয় দ্বারা একটা মহা উদ্দেশ্য সাধন করাই আমার এ বিচিত্র অভিনয়ের উদ্দেশ্য ছিলো।

(এবার রঙ্গমঞ্চে গুঞ্জন নয়—জাগলো কোলাহল। প্রায় সবাই বিরক্ত হয়ে নানা কথা কয়ে উঠলো, এবং স্বয়ং স্যর ব্যানার্জীর কপালেও ক'টি বিরক্তির রেখা ফুটে উঠলো, ডাঃ চৌধুরীর নিন্দাবাদ শোনা গেলো, এবং তিনি যে নির্বোধ গোছের মানুষ—সে-কথা পর্যন্ত কেউ কেউ বল্‌লে। এধারে ডাঃ চৌধুরীর চশমা শুধু ঝল্‌কাচ্ছে, শুধু ঝলকাচ্ছে। অবশেষে দু হাত উর্ধে তুলে উচ্চতম কণ্ঠে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে অনেকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হলেন ঃ)

ডাঃ চৌধুরী। আপনারা অনুগ্রহ করে যদি আমাকে একটু—একটু সময় দেন, তবে আমি একটি সত্যিকারের নাটকের অবতারণা করি। আমার বক্তব্যকে আরো জোরালো ভাবে ব্যক্ত করলে, আমার বিশ্বাস, আপনাদের অন্তর স্পর্শ করবেই। যদি অনুগ্রহ করে আমাকে একটু সামান্য সময় দেন—(তাঁর চোখে অদ্ভুত ব্যগ্রতা এবং শিশু মিনতি ফুটে উঠ্‌লো, এবং তাই হয়তো অনেকের মনটা কিছু সংযত হলো, কিছু ভাবিত হলো। তারপর কথা শোনা গেলো কমুনিষ্ট-দল থেকে। তাদের কৌতূহল আর জ্ঞানপিপাসা প্রবল, তাই তারা ডাঃ চৌধুরীর প্রস্তাবকে সমর্থন করলো প্রবলভাবে। রঙ্গমঞ্চের মত নেয়া হলো, স্বয়ং স্যর বান্যার্জিও রাজি হলেন। এবার ডাঃ চৌধুরীর দেহে ও মুখে দার্শনিকোচিত ছন্দছাড়া চাঞ্চল্য ও দ্রুততা এসে পড়লো, তবু তিনি দর্শকদের জন্যে ঠোঁটের প্রান্তে আপ্যায়িত হাসিকে ফুটিয়ে রাখলেন, তারপর তাঁর তথাকথিত নায়কনায়িকার হাত ধরে তিনি বিদ্যুৎগতিতে মঞ্চ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। যাবার সময় বেচারা নায়কনায়িকা দর্শকদের আদাব জানাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো, এবং আনোয়ারার পা থেকে যে এক পাটি স্যাণ্ডাল খসে পড়লো, তা ডাঃ চৌধুরী নিজের হাতে নিয়ে চলে গেলেন ভেতরে, তবু তা পরতে দিয়ে সময় নষ্ট হতে দিলেন না। দর্শকদের তো আর বিরক্ত করা চলে না।

রঙ্গমঞ্চের গুঞ্জন থামিয়ে মিনিট পাঁচেক পর ডাঃ চৌধুরীর যেমন আবার আবির্ভাব ঘটলো, তখন তাঁর কপাল বেয়ে দরদর করে ঘাম ছুটছে। এবার সঙ্গে তার দুটি লোক, তার মধ্যে একটিকে আগে ব্ল্যাকবোর্ড আনতে দেখা গিয়েছিলো। দ্বিতীয়টিও সেই শ্রেণীর।)

ডাঃ চৌধুরী। নাটকটি অতি ছোট, শেষ হতে পাঁচ মিনিট লাগবে। (তারপর তাঁর নির্দেশ মত একটি লোক টুপি পরলে, প'রে এগিয়ে এলো ক'পা।) দেখুন, আমার নাম হচ্ছে প্রবোধ গাঙ্গুলী।

আমি ধনী জমিদার। আর এই যে টুপীপরা লোকটি দাঁড়িয়ে রয়েচে আমার পাশে, এর নাম হচ্ছে মফিজউদ্দিন। লোকটি অতি দরিদ্র। তাই, আমার কৃপা লাভের জন্যে তার স্বভাবটা হয়ে উঠলো নিচ, সে হারালো তার ব্যক্তিতা। (তাঁর আরেকটি নির্দেশে লোকটি টুপী খুলে ফেললে।) শেষ পর্যন্ত তার মোসাহেবী ও কাঙ্গালপনা চূড়ান্ত হয়ে উঠলো ক্রমে-ক্রমে, আমাকে খুশী করবার জন্যে সে টুপীটা পর্যন্ত বাদ দিলে। (তিনি থামলেন, থেমে দর্শকদের পানে কয়েকমুহূর্ত চেয়ে থেকে আবার) তার এই কাঙ্গালপনা কী আমার ভালো লাগবে, আমি কী প্রশ্রয় দেব তার এই মনোভাব ? বলুন, বলুন আপনারা—? (আবার বিরতি। তারপর ইঙ্গিতে এ লোকটা সরে গিয়ে দ্বিতীয় লোকটা এগিয়ে এলো। তারপর) এইবার নাটকটির দ্বিতীয়ার্ধ। আমি এবার আফজল হোসেন। আমার অনেক টাকা, প্রতিপত্তিও প্রচুর। আর এই যে লোকটা এসে দাঁড়িয়েছে আমার পাশে—এর নাম শেখরলাল। এ-ও অতি দরিদ্র। আমার কৃপালাভের জন্যে এরও কাঙ্গালপনা চরমে গিয়ে উঠলো। আমার সুদৃষ্টি পাবার জন্যে সে দেখুন, টুপী পর্যন্ত পরেছে—(ডাঃ চৌধুরী ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখলেন যে, শেখরলালের মাথায় টুপী নেই। দূরে উইঙ্গস্ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পূর্বোক্ত ব্যক্তি মফিজউদ্দিন নির্বিকারভাবে তামাশা দেখছে আর টুপীটা নেড়ে হাওয়া খাচ্ছে।) কিন্তু কিন্তু—

(এবার দু'টো ফাজিল ছোকরা উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বললে ঃ জয়, চৌধুরী সাহেব কী জয়। শুনে ডাঃ চৌধুরী দ্রুতপায়ে ফুটলাইটের কাছে এসে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, তাঁর বক্তব্য যে শ্রোতৃবৃন্দের বোধগম্য হয়েছে সে-আনন্দে তাঁর মুখ আনন্দোজ্জ্বল। কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে তারপর।)

ডাঃ চৌধুরী। (আনন্দোজ্জ্বল অথচ সংযত কণ্ঠে) আমি আমার অন্তর থেকে আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আপনারা আজ আমাকে কৃতার্থ করলেন। (একটু থেমে) এই যে নাটকের অবতারণা করলাম, এর মূলকথা সম্বন্ধে এবার দুটি কথা শুনুন—

(ডাঃ চৌধুরীর কাশবার অবসরে স্যর ব্যানার্জি উঠে দাঁড়ালেন, মুখে তাঁর প্রদীপ্ত হাসি। একবার ডাঃ চৌধুরীর পানে চেয়ে আরেকবার শ্রোতৃবৃন্দের পানে চেয়ে উদত্তকণ্ঠে তিনি বললেন ঃ যে-অভিনয় একটু আগে আমরা দেখবার সুযোগ পেলাম, সেটা প্রথমে ক্ষুদ্র এবং নগণ্য ঠেকলেও তার পেছনে যে একটা বিরাট শক্তিময় কথার নির্ভয় ঘোষণা রয়েছে, তাতে আমরা মুগ্ধ না হয়ে পারি না। এর মূল কথার আর ব্যাখ্যা না করে উপস্থিত ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণকে সে-বিষয়ে আপন বিচারশক্তি দিয়ে গভীরভাবে ভেবে দেখবার সুযোগ দেয়া উচিত। পরিশেষে, সমবেত শ্রোতৃবৃন্দের পক্ষ হতে আমি শ্রদ্ধেয় ডাঃ এম.এ. চৌধুরীকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

স্যর ব্যানার্জির সময়াভাব। তবু সে-কথা ব্যক্ত হবার সুযোগ তিনি দিলেন না এবং সময়ও নষ্ট হতে দিলেন না। মুখে প্রচুর হাসি ছড়িয়ে তিনি গভীর আন্তরিকতায় ডাঃ চৌধুরীর সাথে করমর্দন করে নিচুগলা দুয়েকটা ব্যক্তিগত আলাপ করে হঠাৎ সজোরে হেসে উঠে সকলের পানে তাকালেন, তারপর প্রস্থান করলেন দ্রুতভাবে। এবং ডাঃ চৌধুরীর রীতিবিরুদ্ধ নাটকটির এখানেই সমাপ্তি ঘটলো।)

*

[কয়েকদিন পরের কথা। তখন রাত্রি। জানালার পাশে বসে ডাঃ চৌধুরী সিগ্রেট ফুঁকছেন, আর ভাবছেন গভীর ভাবে। যে-ভাবনাটা কালো মেঘের মত ছায়া করে রয়েচে তাঁর সারা মনে, সে-ভাবনা

বড় শ্রান্তিকর। কোথায়ও কিছু হলো না। ভেবেছিলেন, কিছুদিন আগে অনুষ্ঠিত তাঁর সে-নাটকটি সারা দেশে আনবে চাঞ্চল্য, বিশৃঙ্খলতার জঞ্জাল কাটিয়ে সবাই আসবে আসল পথে, মিথ্যার জাল ছাড়িয়ে ধরবে এসে সত্যের মশাল—কিন্তু কিছুই হলো না, এত বড় যে-দেশ, আর যে-দেশে এত লোক—সে-দেশের কোথাও একটু সাড়া পর্যন্ত জাগলো না, এমন কি কোন সংবাদপত্রে আলোচনা তো দূরে থাকুক—সামান্য সংবাদ পর্যন্ত প্রকাশিত হলো না, আশ্চর্য।

আশ্চর্য, আশ্চর্য! ডাঃ চৌধুরী হতবিস্ময়ে তাকালেন বাইরের পানে। সেখানে অন্ধকার, বিপুল গভীর অন্ধকার। তবু ভালো, সে অন্ধকারে বিদ্রূপ নেই, তীক্ষ্ণ শ্লেষবাক্য নেই, পরিহাস নেই চৌধুরী-সম্পর্কে দেশময় এ ক'ত্রিম জমাট নীরবতার তরে যে বিদ্রূপের ফল্গু-ধারা বইছে সে-কথা তিনি জানেন, উপহাসের চাপা হাসির অশ্রাব্যপ্রায় কলধ্বনিও শুনতে পান। কিন্তু...

তবু। উপায় কী ?

শুধু, ডাঃ চৌধুরীর মাইনাস আট নম্বর পাওয়ারের চশমাটা ঝকঝক করে।]